অমৃত বাজার পত্রিকা

৩ ভাগ } ১৩ ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার সন ১২৭৭ সাল ২৮শে জুলাই ১৮৭০ খৃঃ অব্দ } ২৪ সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা

১৩ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার

আমরা ন্যাসনাল পেপার পাঠে সন্তুষ্ট হইলাম, বর্দ্ধমানের মহারাজা জাতীয় মেলায় যোগ দিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের মৃত্যু হইয়াছে। স্বদেশের ইনি বিস্তর উপকার করিয়া গিয়াছেন। ইনিই পেটিয়টকে মৃত্যু মুখ হইতে রক্ষা করেন। কুসংসর্গে পড়িয়া তিনি ইদানীং প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ছিলেন। যদি তাহার চরিত্র এই রূপে দোষিত না হইত, তবে তাঁহার তুল্য লোক বাঙ্গলায় অতি কম দেখা যাইত।

গত ১৭ জুলাই তারিখে দিঘাপাতিয়ার কুমার প্রথম নাথ রায় "রাজা বাহাদুর" উপাধি যথা নিয়মে প্রাপ্ত হইয়াছেন। একটি দরবার হইয়াছিল। রাজসাহীর প্রধান রাজা ও জমিদারগণ অনেক উপস্থিত ছিলেন। কমিসনার সাহেব তাঁহাকে অভিষিক্ত করেন ও অভিষেক করার সময় মতির এক ছাড়া মালা তাহার গলায় দিয়া দেন। রাজা বাহাদুর এই উপলক্ষে দরিদ্র দিগকে দুই হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, যশোরের জজ লফোড সাহেবের স্ত্রী দরিদ্র পীড়িত ব্যক্তি দিগকে ঔষধ বিতরণ করিতেছেন। ইউরোপীয় মহিলাগণের এদেশে সদনুষ্ঠান করিবার বিস্তর সুবিধা আছে, কিন্তু অনেকেই কেবল বৃথা সময় ব্যয় করেন এবং পোষাক পরিচ্ছদের নিমিত্তই প্রায় সমুদায় অর্থ পর্য্যবসিত করেন।

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, যশোরের হেড মাষ্টার বাবু উমাচার দাস এখান হইতে কমিল্লায় বদলি হইলেন। কেন যে তাহার প্রতি এই অন্যায়াচরণ করা হইল, তাহার ঠিক কারণ আমরা জানিতে পাই নাই। আর বৎসর যশোর হইতে কেহ এণ্ট্রান্স পাস করিতে পারিয়াছিল না, যদি এই নিমিত্ত তাহাকে বদলি করা হইয়া থাকে তবে তাঁহার প্রতি ঘোর অত্যাচার করা হইয়াছে। কারণ যিনি এত দিন পর্য্যন্ত সুখ্যাতির সহিত কাজ করিয়া আসিয়াছেন, তাহাকে এক বৎসরের ফলের নিমিত্ত অপেক্ষাকৃত নগণ্য স্থানে প্রেরণ করা অতিশয় অন্যায়।

কি প্রণালীতে রথ্যাকর বসাইলে সুবিধ হয় তাহার পরামর্শ স্থির করিবার নিমিত্ত গ্রে সাহেব সম্প্রতি একটি সভায় অধিবেশন করেন এবং শুনা যাইতেছে যে সভা কর্ত্তৃক এই রূপ সাব্যস্ত হইয়াছে যে জমিদার হইতে গাঁতিদার পর্য্যন্ত সকল রকম ভূম্যধিকারির ভূমির লভ্যের উপর ট্যাকস নির্দ্ধার্য্য হইবে এবং কৃষি প্রজা দিগের লাভের পরিমাণানুসারে ভারি কম হারে তাহাদের উপর ট্যাকস সাব্যস্ত হইবে। এতদ্ভিন্ন এসম্বন্ধে যখন ব্যবস্থাপক সভা বসিবে তখন তাহাদের সঙ্গে ঐক্য হইয়া এসংক্রান্ত সমুদয় বিষয় নিদ্ধারিত করিবার নিমিত্ত একটী বিশেষ সভার অধিবেশন হইবারও কথা হইতেছে। ট্যাকস সংক্রান্ত আইনটী কি রূপে কার্য্যকরী হইতে পারে সভা কর্ত্তৃক সেইটী মাত্র সাব্যস্ত হইবে।

আমরা শুনিতেছি এত দিনের পর গঙ্গার সেতু নির্ম্মাণের উদ্যোগ গবর্ণমেণ্ট প্রকৃত রূপ করিতেছেন। সেতুর নকসা প্রস্তুত হইয়াছে এবং যিনি ইহার কণ্ট্রাক্ট লইবেন তাহাও এক রূপ সাব্যস্ত হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম দেশ সমেত সুশিক্ষিত ব্যক্তির অনভিমতে হিন্দু শাস্ত্রের বিরুদ্ধে সম্প্রতি হিন্দু উইল বিল লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এবিলের বিরুদ্ধে এখান হইতে ৮ হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষর সম্বলিত গবর্ণমেণ্টে এক খণ্ড আবেদন পড়ে, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহারথীরা ইহার বিপক্ষে শাস্ত্র সম্মত মত ব্যক্ত করেন, দেশীয় সমুদয় সম্বাদ পত্র ইহার বিরোধী, এসমুদয় স্বত্বে একটী আইন বিধি বদ্ধ করা আর এদেশের সমুদয়কে পদতলে দলিত করা বোধ হয় এক কথা। জমিদার গণের কপাল ভাঙ্গিয়াছে, ফল তাহাতে দেশের অধিক ক্ষতি কি! কিন্তু রাজ পুরুষেরা ক্রমে ২ কি হইয়া উঠিলেন!

ফারাশিশ এক খানি গ্রন্থে একটী অদ্ভূত ভোক্তার কথা বর্ণিত হইয়াছে। টাবারা নামক এক জন সৈনিক ছিল। লায়ন্সে তাহার জন্ম হয়। সে পেরিস নগরে আসিয়া তাহার একজন বন্ধুর গৃহে এক ঝুড়ী আপেল কম আহার করে। সে মাঝে ২ কার্ক এবং অন্যান্য অজীর্ণকর দ্রব্য আহার করায় তাহার উদরে এক রূপ বেদনা উপস্থিত হয় এবং চিকিৎসার নিমিত্ত একটি হাঁসপাতালে উপস্থিত হয়। সেখানে ডাক্তারেরা তাহাকে পরীক্ষা করিবার সময় সে তাহার ঘড়ীর চেইন ও সাল আহার করিবার উদ্যোগ করে। তাহার চিকিৎসক ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাকে এই অস্বাভাবিক আহারের প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তি করিবার নিমিত্ত, এক সময় তাহার উদরে বেদনা উপস্থিত হইলে বলেন যে তুমি যদি এরূপ আহার করিতে ক্ষান্ত না দেও তবে তোমার উদর বিদীর্ণ করিতে হইবে এবং তাহারা অস্ত্র প্রভৃতি বাহির করিয়া ইহার উদ্যোগ দেখান। ইহাতে সে অত্যন্ত ভীত হইয়া পলায়ন করে এবং খানিক উষ্ণ জলপান দ্বারা উদরের পীড়া নিবারণ করিবার যত্ন করে এবং উষ্ণ জল পান করিয়া আবার তাহার ক্ষুধার ভয়ানক বৃদ্ধি হইয়া উঠে। তাহার যখন ১৭ বৎসর বয়স তখন সে ওজনে ৫০ সেরের অধিক হবে না কিন্তু ১২ সের মাংস অনায়াসে আহার করিত। শেষে সে যোদ্ধা শ্রেণীতে প্রবেশ করে এবং তাহাকে প্রত্যহ চারি জনের আহার দেওয়া হইত, এতদ্ভিন্ন আর সকলের আহারান্তে অবশিষ্ট যাহা থাকিত তাহা সমুদয় সে আহার করিত এবং মাঝে ২ গোপনে চিকিৎসালয় প্রবেশ করিয়া পোলটিশ চুরি করিয়া ক্ষুধানিবৃত্তি করিত। একদিন সে একটা বেরাল ধরিয়া ভক্ষণ করে। সে সর্প আস্ত গলাধ করিত, এক দিন ১৫ জন শ্রমোজীবি ব্যক্তির আহার রহিয়াছে, তাহা সমুদয় সে একা ভক্ষণ করিয়া ফেলে। সে এক দিন বসিয়া ১৫ সের মাংস ভক্ষণ করে। একদা একটি বাকসের মধ্যে কতক গুলি পত্র লইয়া যাইতেছে এবং পথের মধ্যে গিয়া বাকস সমেত সমুদয় চিঠি পত্র গলাধ করে। একবার একটী ১৪ মাসের সন্তান সে আহার করিয়াছে তাহার প্রতি এরূপ সন্দেহ হয়। সে এত ভক্ষণ করিত অথচ তাহার প্রকৃতি অত্যন্ত শান্ত এবং ভদ্র ছিল। ভুদেব বাবু এক দিন আমাদের সহিত গল্প করেন যে তিনি এক ব্যক্তিকে এক খানি চিনের প্লেট গিলিতে ও উহা পুনরায় উদ্গার করিতে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

ইয়রোপির যুদ্ধ ওভারতবর্ষ।

এক পক্ষ হইবে, ফরাশিশ সম্রাট প্রুশি
রাজা সঙ্গে যুদ্ধের অভিপ্রায় প্রকাশ করি
ছন, ইহারই মধ্যে সমরাগ্নি প্রজ্বলিত
য়া উঠিয়াছে। ফরাশিশ গণ অতিশয়
ল, অসাধারণ বুদ্ধিমান, সুতরাং সু:কৌশল স
ন্ন রাজাই তাহাদিগকে শাসনে রাখিতে
রেন। ফ্রান্সের বর্ত্তমান সম্রাট লুই নে
ালিয়ান ভিন্ন অন্য কোন অদুরদর্শী ও অ-
চক্ষণ রাজা ফরাশিশ সিংহাসনে আরূঢ়
কিলে এতদিন ফ্রান্সে আবার ভয়ানক
জ্য বিপ্লব উপস্থিত হইত। কিছু দিন
বধি ফরাশিশ গণের শোনিত পিপাসা অসহ্য
য়া উঠিয়াছে, তাহাদের এই পিপা
অনাত্মীয়ের রক্ত পান দ্বারা শান্তি করি
র অভিপ্রায়েই সম্ভবতঃ লুই নেপোলিয়ান
দ্ধ ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। একরূপ কোন
পায় উদ্ভাবন না করিলে ফ্রান্স আবার
কুপ্লাবিত হইত। ফরাশিশ সম্রাটের
যুদ্ধের অন্যরূপ অভিপ্রায় ও থাকিতে
রে। স্পেনে, রাজ সিংহাসন শূন্য হই
ছে। প্রসিয়ার রাজপুত্র হেনঝলারেণ তার
র্থী হন। ফরাশিশ সম্রাট দেখিলেন
হেনঝলারেন স্পেনের রাজা হইলে প্রসিয়া
রি প্রবল হইবে এবং উভয় প্রান্ত এইরূপ
কটী প্রবল রাজ্য দ্বারা আবদ্ধ থাকিলে
রিণামে ফ্রান্সের বিপদের সম্ভাবনা, সুতরাং
নি তাহার প্রতি বিপক্ষতা করেন এবং
দ্ধের আপাত প্রকাশ্য কারণ এইটী। ১৮৬৬
অব্দের যুদ্ধের দ্বারা জর্ম্মেনির ভিন্ন প্র-
শ সমুদয় সংশ্লিষ্ট হয়। ফারাশিশ গণ
তিশয় চঞ্চল ও উচ্চ অভিলাসী। ফারা
শ সম্রাট এক রূপ ইওরোপের সম্রাট।
সিয়া ভিন্ন সকলের উপরেই তাহার কিছু
ধিপত্য আছে। জর্ম্মেনী ঐক্যতা নিবন্ধন
ম কিছু দাম্ভিক হইতেছে, প্রসিয়াকে খর্ব্ব
রতে পারিলে, ফ্রান্সের কর্ত্তৃত্ব এক রূপ স
াপরি দাড়ায়। প্রসিয়ার মন্ত্রী বিসমার্ক কর্ত্তৃক
ইনেপোলিয়ান অনেক বিষয়ে উপেক্ষিত হন
াং এটীও সম্ভবতঃ তিনি বিস্মৃত হন নাই। এযু
ের ফলের উপর ইওরোপের ভাগ্য অনেক বি
য়ে নির্ভর করিবে। প্রসিয় ও গণ ক্রমে তুই এক
। করিয়া ইওরোপের মধ্যে প্রবল হইতে
, যদি ফ্রান্সের ন্যায় বিক্রমশালী রাজ্য
ঃ পরাজয় করিতে পারে তবে কে থায়
য়া যে তাহাদের উচ্চ আশার পরিসমাপ্তি
য় বলা যায় না। ফারাশিশ গণ জয়
াভ করিলে লুইনেপলিয়ান সম্ভবতঃ সম্রাট
বানাপাটির পদ নিঃসরণ করিবেন। ইওরো
ীয় বর্ত্তমান রাজা দিগের মধ্যে লুইনেপলি
ান সর্ব্বাংশে এক রূপ শ্রেষ্ঠ, ফারাশিশ
ণ বিষম যোদ্ধা এবং ফ্রান্সের অর্থও অজচ্ছল

আছে, একরূপ অবস্থায় কিছু মাত্র সুত্র পাই লে ইহারা যে দিগ্বিজয়ে প্রবর্ত্ত হইবেন সে রূপ অনুমান করা নিতান্ত অসম্ভব নহে। ফল তাহারা অপ্রতিহত ভাবে যে আপনা দিগের বিক্রম দেখাইতে পারিবেন এরূপ বোধ হয় না।

১৮৬৬ সালে জন সংখ্যা দ্বারা নিদ্ধারিত হয় যে ফ্রান্সে ৩৮০৬৭০৯৪ লোক বাস করে। ১৮৬৮ সালের জন সংখ্যা দ্বারা দেখা যায় যে অষ্ট্রিয়া ভিন্ন সমুদয় জর্ম্মেনীতে ৩৬৩৮৫৫২৯ লোক আছে। ইহার মধ্যে উত্তর জর্ম্মেনীর জন সংখ্যা ২৭৯৭৮৬৫১ এবং বক্রী দক্ষিণ জর্ম্মনীর। ১৮৬৭ সালে ফ্রান্সে ৭৫ কোটী টাকা রাজস্ব সংগৃহীত হয় কিন্তু রাজ্যের সাধারণ ব্যয়ে সাড়ে শাত কোটী টাকা অনটন পড়ে এবং উত্তর জর্ম্মেনীতে মোটে ৩১ কোটী টাকা রাজস্ব আদায় হয়, কিন্তু ব্যয় বাদে রাজস্ব উদ্বর্ত্ত থাকে। ফল উভয় জাতি যে যুদ্ধের নিমিত্ত সর্ব্বস্ব পণ করিবেন তাহার কোন ভুল নাই। ফ্রান্সে যুদ্ধ ব্যয়ার্থে ২৩৭২ ০০০০ টাকা নিয়োজিত এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে ৭০০০০০ যোদ্ধার অধিক উপস্থিত করিবার সাব্যস্ত হইয়াছে।

যুদ্ধ যদি ফ্রান্স ও প্রসিয়াতে সংগ্রাম হয় তবে সহসা কেহ কাহাকে পরাজয় করিতে পারিবেন না। কিন্তু সম্ভবতঃ ইওরোপীয় অন্যান্য দেশও এক না এক পক্ষে মিসিবেন। ইংলণ্ড আপাতত কোন দিক যাইতেছেন না। যুদ্ধটী আর কিছু দিন পূর্ব্বে হইলে ইংলণ্ড প্রসিয়ার সঙ্গে যোগ দিবেন এক রূপ নিশ্চিত রূপ বলা যাইত, কিন্তু আজ কাল, ইংণ্ডের অনেক গুলি ক্ষমতাশালী লোক ফ্রান্সের স পক্ষ আছেন। এযুদ্ধে আপাতত ইংলণ্ডের কোন স্বার্থ আছে দেখা যাইতেছে না, তবে শুনা যাইতেছে তিনি মধ্যবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ নিস্পত্তি করিবার প্রস্তাব করায় ফ্রান্সের সম্রাট তাহাতে সম্মত হন নাই। ইংলণ্ড যদি ইহাতে অপমান মনে করিয়া থাকেন তবে কি হয় বলা যায় না। ফারাশিশ সম্রাট একটু দমন হন এ ইচ্ছাটি ইওরোপের অনেকের। ইহার মধ্যে একটি জনরব উঠে, রুশিয়া প্রসিয়ার সঙ্গে যোগ দিয়াছেন। ফল আষ্ট্রিয়ার ফ্রান্সের সঙ্গে ও প্রসিয়ার সহিত রুশিয়ার যোগ দেওয়ার বিচিত্র নাই। ইহারা এক দলের সহায়তা করিলে ইওরোপের বোধ হয় কোন দেশই আর চুপ করিয়া থাকিবেন না, সকলেই স্বার্থানুসারে এক না এক দিকে মিসিবেন।

ইংলণ্ড যত দিন ইহার কোন এক দিকে যোগ না দিতেছেন তত দিন সাক্ষাৎ ভাবে যুদ্ধের সঙ্গে আমাদের সংস্রব থাকিবেনা। তবে একাল পর্য্যন্ত ইওরোপে ও আমেরিকায় যখন যে যুদ্ধ হইয়াছে তাহাতেই আমাদের দেশের বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছে। এবারো যে এদেশে ইওরোপীয় যুদ্ধ কর্ত্তৃক বাণিজ্য বিষয়ে কিছু পরিবর্ত্তন হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ হইতে এদেশের বহির্বাণিজ্য এক রূপ প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ হয়, আমিরিকার যুদ্ধ হইতে এদেশে তুলার বাণিজ্যের বৃদ্ধি। ভারতবর্ষের যত দেশের সঙ্গে বহির্বাণিজ্য আছে তাহার মধ্যে (ইংলণ্ড এবং চিন ভিন্ন) সর্ব্বাপেক্ষা ফ্রান্সের সঙ্গে অধিক কারবার। ফ্রান্স হইতে নানা বিধ মদ, স্পিরিট, থানের কাপড়, ছিট, বনাত, জাহাজের কাচির উপকরণ, গৃহ সজ্জা প্রভৃতি নানা জিনিস ফ্রান্স হইতে এদেশে আমদানি হয়। এ সমুদয় দ্রব্যের মুল্য সম্ভবতঃ এদেশে এক্ষণ বৃদ্ধি হইবে। আমাদের দেশ হইতে কাফি, তুলা, নীল ও অন্যান্য রং তিল, রেশম, পশম জাত দ্রব্য, বহুল পরিমাণে ফ্রান্সে রফতানি হইয়া থাকে। যুদ্ধের দ্বারা এসমুদয় দ্রব্যের রফতানি হ্রাস কি বৃদ্ধি হইতে পারে। অপিচ ফ্রান্স ও প্রসিয়া যদি সুদ্ধ যুদ্ধ মগ্ন হন তাহা হইলে এ দেশ দ্বয় সঙ্গে যাহার যাহার যে গতিকে সংস্রব থাকে, তাহারই বাণিজ্য ব্যবসায় কিছু না কিছু বিচলিত হইবে। সোরার বাজার আজ কয়েক দিনেই টাকায় ৮৫ আনা করিয়া বৃদ্ধি হইয়াছে। ফল সোরা গন্ধক, খাদ্য দ্রব্য, মদ্য, বোতল, খোলিয়া প্রভৃতি যুদ্ধের উপকরণ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দর যে বিস্তর বৃদ্ধি হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। এ যুদ্ধেতে সম্ভবতঃ সমুদয় স্থানের বাণিজ্য পরিবর্ত্তিত হইবে, সুতরাং বনিক দিগের পক্ষে এটী ভারি গুরুতর সময়।

জল কষ্ট।

এবৎসরের প্রারম্ভ অবধি আমরা নানা স্থান হইতে জল কষ্টের কথা শুনিতেছি। এখন শ্রাবণ মাস, এক্ষণও শুনিতেছি লোকের জলকষ্টের সীমা নাই। পূর্ব্ব পত্রে শুপুকুরিয়া হইতে আমাদিগকে একজন লিখেন যে জলাভাবে একজন বৃদ্ধা স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে এবং গবাদি জলকষ্টে মরিতেছে। এবার আমরা এই বিষয়ে আর একখানি পত্র যথা স্থানে সন্নিবেশ করিলাম। প্রজা সাধারণের পক্ষে যে অমঙ্গলটী উপস্থিত হয় গবর্ণমেণ্টের স্বভাবতঃ সেই দিকে দৃষ্টি পতিত হয়। কোন এক সামান্য গ্রামে জল কষ্ট হইলে তাহা অনুসন্ধান ও তাহার প্রতিবিধানের ভার গবর্ণমেণ্টের উপর নি-

ত্তর তাহাদের পারিয়া উঠা ভার হয় গবর্ণমেণ্টের তত অর্থও নাই, তবে তত কর্ম্মচারি নাই বলা যাইতে পারে না। কিন্তু দেশের এসমুদয় সামান্য কষ্ট নিবারণের নিমিত্ত আমাদের গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হওয়া ভারি লজ্জার বিষয়। একটী পুষ্করণী খনন করিলে সামান্যতঃ একখানি গ্রামের জলকষ্ট দূর হইতে পারে এবং সামান্য রকমের একটী পুষ্করিণী ৭০০ টাকায় খনন হইতে পারে। গ্রামের মধ্যে যিনি কর্ত্তা থাকেন তিনি যদি তেমন মনোযোগ দেন অনায়াসে গ্রাম হইতে ৭০০ টাকা উঠিবার সম্ভাবনা। একটী পুষ্করিণীতে ২০০। ৩০০ ঘর লোকের জলের কাজ চলিতে পারে এবং গড়ে প্রত্যেকে ৩ টাকা করিয়া দিলে এই আবশ্যকীয় টাকা অনায়াসে উঠিতে পারে। উদ্যোগ হইতেছে এসমুদয় কার্য্যের মুল কথা। ফল এসমুদয় কার্য্যে ন্যায় মত জমিদার গণের বহন করা কর্ত্তব্য। জমিদার গণের পূর্ব্বে প্রজার জল কষ্ট হইলে পুষ্করিণী খনন, বিবাহ না হইলে তাহার সংস্থান করিয়া দেওয় প্রভৃতি সদনুষ্ঠানে মতি ছিল কিন্তু এক্ষণ সময় পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। যদি এক্ষণকার জমিদারেরা তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষের ন্যায় প্রজা বৎসল হইতেন, যদি সেকালের মত জমিদারা এবং প্রজায় পিতা পুত্র সম্বন্ধ থাকিত তবে বোধ হয় তাহারা গবর্ণমেণ্টের এরূপ কোপ দৃষ্টে পড়িতেননা। জমিদারগণের স্বার্থপরতার ও কর্ত্তব্যকর্ম্মে তাচ্ছিল্যের ফল বোধহয় তাহারা ভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহাদের পক্ষ হইয়া কথা বলে বোধ হয় এক্ষণ শতকে দশজন এরূপ পাওয়া যায় না। সে যাহা হউক আমরা শুনিতেছি গবর্ণমেণ্ট আবার তকাবি প্রণালী প্রচলিত করিতেছেন। জমিদারেরা জলশূন্য গ্রামে যদি জলাশয় খনন নিমিত্ত সাহায্য করেন তবে এক রূপ কৃষিকার্য্যের উন্নতি ইহা দ্বারা হইবে। এ অঞ্চলে বর্দ্ধমান হুগলির মত জল সিঞ্চন দ্বারা ধান্য আবাদ করার প্রথা নাই, ও উহা কখন প্রয়োজন বড় হয় না, তবে গবাদির ও কৃষক দিগের পিপাসা দূর, রোগ হইতে নিবারণ প্রভৃতি সাহায্য কর্ত্তৃক যে কৃষি কার্য্যের সহায়তা হয় তাহার কোন সন্দেহ নাই। মেজেষ্ট্রেট গণ যদি যে সমুদয় স্থানে জল কষ্ট হয় সেখানে উপস্থিত হইয়া ইহার প্রতিবিধান নিমিত্ত কিছু উৎসাহ দেখান তবে বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের অর্থ দ্বারা সাহায্য না করিলেও হইতে পারে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এসমুদয়ের আসল কথা উদ্যোগ এবং স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ দ্বারা সেটী সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হওয়ার সম্ভাবনা।

We genrally get the Calcutta dak rather late, but the Chogda and Jessore road is so horribly bad that we thank our srtars we get it at all. But why the Krishnogore packets reach us after a delay of 24 hours, and sonetirs of five days? We hope the Postal authorities of Krishnogore who deserve much praise for their zeal and promptitude will wipe out this disgrce.

ANNUAL DRAIN UPON INDIA.—Why is India so poor? Her land is fertile, the people are industrious, simple and temperate, they enjoy a profound peace, Railway, canals, road and foreign war have increased her commerce, European capitals have entered into all the meandering veins of the land, yet India fasts 3 months every year, and is starved to death every six years. A canker feeds upon her heart, and no amout of external treatment will add a pound of flesh to her emaciated form.

The readers of this Periodical must be aware that we have devoted a greater portion of its space to this subject than to any other, and we are glad to find that Mr Knight, that most able and consciencious writer has, in a brilliant article supported all our views on this subject. Very sorry indeed we are that want of space does not permit us to give an extract of the article, but we hope our other contemporaries will do it, and give it an extensive circulation. The subject is an important one, very important indeed. Both the Governors and Governed are interested in it especially in these hard times. A poor people make a poor Government, and an exacting Government make a people seditous. If Government wishes to increase her resources and income, if it wishes the people to make their own roads and schools and at the some time to remain loyal and contented, and these are the most hearty wishes of our present Government let their wretched ness be removed. The annual drain upon India, especially of late has become so great that we entertain a constant dread of the recurrence of that bankruptcy of the whole nation which occurred three quarters of a century ago, and which has been so graphically described by Mr Hunter. To tax a people heavily is impolitic, but to tax them heavily under circumstances, mentioned below is simply suicidal.

The Europeans, Official and non-Official come in this country to make money, and retire with large fortunes to spend their earnings in their own country, large sums of money are annually sent to England by Anglo Indians who have families or relatives to maintain there, even those who reside in this country and spend a portion of their money here consume mostly articles imported from Europe. Then again the scandalous Home charges, the Interest upon Indian Securities &c. are paid from the taxes of this country, and we have all along maintained in these columns that there must be an excess of exports and these of India unfortunately consist of the bare necessaries of life, by the amount of these drawings. Mr Knight gives an estimate of these drains thus:—

Home Charges	£6,500,000
Private remittances, &c.	5,000,000
Interest upon debt in India held in Europe	1,000,000
Interest to railway creditors	3,500,000
	£16,000,000

Item 2nd is certainly a guess, but when we consider the number of Europeans Officials and non-Officials who reside in this country and their monopoly of all posts of emolument, this amount does not appear over estimated. In other words we pay Eugland annually the sum of 16 millions, though the poorest nation on the earth. It was once triumphantly pointed to our nation by an English Editor, that while Russia pays upwards of 9, England 23, France 20, Turkey 4, Switzerland 3Rs, per headas taxation, India has to pay only 3Rs, but the writer forgot that India was poorer than any of Othese countries. Others congratulate us on the cheapness of our Government alleging that while Russia pays almost 2 millions to her Sovereign no such charge is ever made to India. These politicians seem to ignore the fact that it matters very little to the country, whether she is heavily or lightly taxed if the tax raised is spent in the country. As to the second point, we must beg leave to say that if the Russians pay one crore and seventy lacs, we pay more than 8 times the amount to our Sovereign

country. But we digress. Mr Knight remarks:

> Before India can get an ounce of silver she must pay our annual claim of 16,000,000*l.* a year, and then provide her two hundred millions of people with clothing, however scanty, and then with coarser metals to enable them to cultivate the fields at all. If, after these heavy drains upon her exports, there is yet a margin that she may invest in silver to replenish her wasting currency—happy is she!

Now look again how English enterprize, machinery, money and selfishness have destroyed all indigenious manufactures! India which could clothe the whole world is now dependant on England for her supplies. The paper upon which we write, the leather we use, are all imported from foreign country and humble India is now but the grower of raw materials only. Alas! even there European capitalists, such as the Indigo planters have supplanted the poor Natives. But we need not dwell on this point discussed thread-bare in our previous issues. Referring to the Civil charges of the India Office Mr Knight remarks:

> Suffice it to say that it includes not only the salary of every man in the building, from the Duke of Argyll down to the porters, but the very construction of the building itself. Then there is the next item, 2, 380,000*l.* for the annual demand of the Horse Guards. Here we we find 633, 000*l.* to begin with, for what are called the home depots of troops serving in India. In point of fact these depots constitute, to a considerable extent, the effective garrison of England, but because the regiments to which the depots belong are in India, she is made to maintain them, although the economic ruin which such exactions make upon a poor country like this is patent to every one. Then, again there are vast sums for pensions and retiring allowances, and we know not what else. Now this is not the case of expenditure of *taxes spent within the country in which taxes are raised.* These exactions if necessary and just throughout, are still ruinous to India. If they are in any respect, unjust, how cruel is the wrong!

This is one of the many blessings of English Rule, for which we are required to be grateful. The most oppressive and exacting Mahomudan Emperors resided in the country, and if they impoverished one Province, they enriched another, or in other words they did less injury to the country, than the British people are doing now. We do not mean this as a sneer, we only mention this to show that we have a great grievance and we have a right to grumble. If the British rule cannot remedy it, and we donot know how that can be done, it must try to palliate the wrong by other incidental and collateral advantages, and not aggravate it by a most heavy taxation and a reckless despotism. We shall conclude by requesting Mr Knight to finish his work, which is but half done, and suggest an appropriate remedy.

THE ROAD AND EDUCATION CESS—There is no help for it, the mighty Duke has already doomed the Natives of Bengal, submit they must, willing or unwilling, thus think the apathetic and careless Bengalis. They made a feeble effort to avert the danger, failed, and now like a very wise people, do not think it worth their while to waste their time in fruitless bewailings. The time will come when there will be another reaction, we mean when an actual demand will be made upon their pockets, in the meantime like true philosophers they mean to enjoy the little time left to them.

The triumph of the Zemindars is but a very poor one! We wonder that the leading Native Journal usually so intelligent should by the very polite language of the duke be led into the belief that the Despatch is anything but extremely hostile to the interest of the Zemindars. The simplest way of proving the ridiculousness of the supposition is by putting this query, have the Zemindars been exempted? If not it matters very little to them whether other people have been likewise doomed or not, especially when they possess a charter and others do not. It is true the duke mentions in respectful terms their rights and priveleges but what matters when he does not observe them? The duke in effect tells the Zemindars "you need not fear, I belong to your party, I am your sincere friend, I fully understand the importance of the Permanent Settlement, the British nation pledged their faith, and the Covenant must be observed, the meaning of sect VII is exactly as you have intrepreted it, those who give any other meaning to it are simply asses, but my very good friends, you must pay the cess and Income Tax, I dont mean to interfere with the solemn Covenant, rest assured of that, but you must pay the cess."

After the ruling of the duke, the only security of the Zemindars consists in the poverty of the people. If the people can bear a further burden, the Zemindars will have to bear their share also, but as the India Government does never mean to kill, but to milk to the last drop, the Zemindars for a time at least may be safe from further exactions. Even this security has been proved to be a very unsafe one. In the case of the Income Tax Act, Govrnment has already exempted all with an Income below 500, the consequence is that all the Zemindars and a very small number of the Ryots have been thus brought under the operation of the Act. Now if it enters into the head of our Rulers to add a cipher to the 500, and exempt people with an income below 5000 it will save all the Ryots and we believe none of the Zemindars. Just make another supposition in addition to the sbove, if our rulers after this increases the $3\frac{1}{8}$ Income Tax to 8 per cent, and we do not know what one earth can prevent them to do whatevear they like, that would be a very good sedate to them for their hankering after the Zemindar's money. The cess if it differs in any way from the Income Tax, it differs to the prejudice of the Zemindars. Already there is a talk that below Gantidars, all will be exempted, and if it be the intention of Government to undermine surriptitiously the Permanent Settlement, the Gantidars in proper time my be exempted, and if it be absolutely impractible to exempt them they may be sacrificed. A few such exactions will reduce them to the condition of poor Ryots and then the Zemindars will have to stand almost alone with act of 1793 in their pockets and the Pattas in their hands ready to be fleeced at the will of the few who rule the destiny of India. In the case of Income Tax they have a strong bulwark in Eurpeans, but here they stand absolutely defenceless. This is their triumph, and such their delusion!

We have yet a hope that matters might be mended. We have sufficient grounds to entertain it. Seventy seven years ago, a solemn contract was entered into by two nations and if after such a period, British politicians despair to break through it, & have almost succeeded in accomplishing it, why should we despair to cast aside the other day's Ruling of a temporary State Secretary? Now this is a clear case of Finance, if we can clearly prove that Bengal already raises more money than she needs, Government will have no legimate hold on us. It is true that the shafts of logic and justice fall harmlessly on the pachydermatous conclave who at present rule our destiny, but fortunately the justice and generosity of the British nation remain unimpeached let us if for once try them. The imposition of the Mayo-Temple-Argyll Income Tax has secured to us the co-operation of the whole class of non-Official Anglo-Indians. Presses both here and in England have taken the same cause, the East Indian Association, retired Indian Financiers, and Governors have strongly denounced the tax and the system of Indian Financiering, the whole nation, aliens and Natives, have prayed for a Commission of inquiry, now is the time to move Parliament with the greatest chance of success. Let us betimes remain prepared to represent our grievances in Parliament as soon as it sits next. It is worth the trial. We have tried our Government, let us try the British nation.

জমিদারগণ।

অপাতত ডিউক অব আরগাইল যে রূপ অর্থ করিয়াছেন, লর্ড কর্ণোওয়ালিসের বন্দবস্তের অর্থ যদি তাহাই হয়, তবে জমিদারগণের ইহার দ্বারা যে বিশেষ কোন উপকার হইয়াছে এরূপ বোধহয় না। ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট কি অবস্থায় জমিদার গণের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দবস্ত করেন তাহা বোধহয় নুতন করিয়া আবার বলিবার প্রয়োজন নাই। ফল এরূপ বন্দবস্ত না করিলে গবর্ণমেণ্টের এতদিন দেউলে হইতেন কিন্তু প্রজা সাধারনের পক্ষে এটী ভারি অনিষ্টকর। চিরস্থায়ী বন্দবস্ত সম্ভবতঃ ৩ কি ৪ কোটী লোককে গ্রাসাচ্ছাদন হইতে বঞ্চিত করিয়া এক লক্ষেরও কম ব্যক্তির লক্ষ্মী ভাগ্য বাড়াইতেছে, দরিদ্র ও অশিক্ষিত প্রজারা স্বার্থপর জমিদারগনের অধীনে না থাকিয়া গবর্নমেণ্টের অধীনে থাকিলে তাহারা বোধহয় অপেক্ষাকৃত সুখী হইত এবং সেই সঙ্গে দেশের অর্থ সম্বন্ধে অনেক উন্নতি হইবারও সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু এটী প্রজাতন্ত্র দেশ নয়। আমাদের রাজা স্বেচ্ছাচারী না হন সর্ব্বেসর্ব্বা এবং এই নিমিত্ত দেশের মধ্যে এরূপ একটী প্রবল শক্তির আবশ্যক যাহা, প্রয়োজন মত রাজার বিপক্ষে দণ্ডায় মান হইতে পারে। আমাদের শোনিত কর্ত্তৃক বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার গণ দ্বারা এই অভিষ্টটি সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। ইউরোপ ময় একদল স্বাধীন ভুম্যধিকারী প্রজা আছেন এবং সেখানে রাজনীতির যে সমুদয় হিতকর পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার অনেক গুলিরই প্রবর্ত্তক ইহারা। জমিদারেরাও যে দেশের এইরূপ মঙ্গল করিবেন, এরূপ আশা করা নিতান্ত অন্যায় নহে। কিছু দিন পূর্ব্বে এই মঙ্গল প্রত্যাশা করিয়া ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডীয়া, ইংলিসম্যান প্রভৃতি জমিদার শ্রেনীর সপক্ষতা করিতেন, এক্ষন যাহারা ইহাদের সপক্ষ, তাহাদের অনেকের মনে এই প্রত্যাশাটী আছে। কিন্তু ইংলিশ গবর্নমেণ্ট ভারি প্রভুত্ব প্রিয়, রাজশাসনের উপর প্রজার কর্তৃত্ব তাঁহাদের নিকট হিতকর বিবেচনা হইতে পারে, কিন্তু কখনই প্রার্থনীয় হইতে পারেনা। জমিদারগনকে দমন করা সুতরাং এখনকার রাজনীতির প্রধান প্রকৃতি। ১০ আইন দ্বারা জমিদারেরা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক খর্ব্ব হইয়াছেন, ইনকম ট্যাকস দ্বারা রাজস্ব ভিন্ন অন্য রূপে তাহাদিগের নিকট অর্থ লওয়া হইতেছে, এবং রথ্যা ও শিক্ষাকরও তাহাদের দিতে হইবে এইরূপ সাব্যস্ত হইল। আমরা জানিনা, জমিদার গণের সঙ্গে আর অন্যান্য প্রজার সঙ্গে এক্ষন আর অধিক বিশেষ কি থাকিল। ফল রাজার সঙ্গে প্রজার যেরূপ সম্বন্ধ, তাহাতে প্রয়োজন মত অর্থ চাহিলে রাজার নিষ্পীড়ন করা হয় না, তবে লর্ডকর্ণোওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দবস্তের পর জমিদার রাজস্ব ভিন্ন অন্য কোন কর দিতে দায়ী কি না সে বিষয়ে ভারি সন্দেহ আছে।

সে যা হউক, অনেকের বিশ্বাস চিরস্থায়ী বন্দবস্ত দ্বারা জমিদারেরা রাজস্ব সম্বন্ধে গবর্নমেণ্টের নিকট বিশেষ অনুগৃহীত হইয়াছেন, কিন্তু অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় আমাদের গবর্ণমেণ্ট অন্যত্র প্রজার সঙ্গে যে হারে রাজস্বের বন্দবস্ত করিয়াছেন এখানে তাহা অপেক্ষা কম হারে বন্দবস্ত করেন নাই। প্রেসিডেন্সি বিভাগে ২৪ পরগণায় গবর্নমেণ্ট প্রতি বিঘায় চারি আনা দশ পাই, যশোহরে দুই আনা দশ পাই, নদিয়ায় দুই আনা আট পাই হিসাবে রাজস্ব গ্রহন করেন, কিন্তু যে বৎসর ভারতবর্ষের মধ্য প্রদেশে ইজারার যে বন্দবস্ত হয়, তাহাতে প্রতি একারে ছয়আনা হারে রাজস্ব নিদ্ধারিত হয়। এক একার তিন বিঘা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক, সুতরাং প্রেসিডেন্সি বিভাগের জমিদারেরা মধ্য প্রদেশের ইজারদার গণ অপেক্ষা উচ্চতর হারে রাজস্ব দেন। রাইপুরে পাঁচআনা করিয়া একার বন্দবস্ত করার কথা হইতেছে. তাহা হইলে, ২৪ পরগনার অর্দ্ধেক হারে এখানে রাজস্বের বন্দবস্ত হইবে। রাইপুরে স্টিক সাহেব নাম করিয়া এক জন সররিচাড টেম্পেলের নিকট ফি বিঘা পাচ পয়সা হারে ১২।১৩ শত বিঘা ভুমি বন্দবস্ত করিয়া লন। তাহাতে যে সেগুণ গাছ ছিল, তাহাতেই উক্ত সাহেব জমিদারির যে মূল্য হইবে অম্লান তাহার পাচ গুণ অর্থ পান। তাহার পর চ্যাপম্যান নামক আর এক জন সাহেবও এই রূপ আর একটী জমিদারির বন্দবস্ত করেন। এক জন ফারাশিশের সঙ্গে ইহা অপেক্ষা কিছু উচ্চ হারে আর একটী বন্দবস্ত হয়। এখানে একবার আমাদের স্মরণ করা উচিত যে, ১৭৯৩ সাল আর এক্ষন ভারতবর্ষের অবস্থার কত তারতম্য হইয়াছে। ফল চিরস্থায়ী বন্দবস্তের সময় ভুমির যে রূপ দুরবস্থা থাকে, সাহেব গণগৃহীত জমিদারি গুলির অবস্থা তাহার তুল্য দুরবস্থাপন্ন ছিল। সাহেব দিগের নিজ ব্যয়ে ইহার উৎকর্ষ সাধন করিতে হয়, কিন্তু কিছু দিন পরে তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া জমিদারি ফেলিয়া পলায়ন করেন। ১৭৯৩ সাল অপেক্ষা যে এক্ষন এ দেশের সহস্র রূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহা বলা নিস্প্রোয়জন কিন্তু ইহা সত্বে এরূপ কম হারে রাজস্বের বন্দবস্ত করিয়াও যেখানে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, তাহাতে প্রথম যখন চিরস্থায়ী বন্দবস্ত হয় তখন যে বাঙ্গলার জমিদারগণের বিস্তর ক্ষতি দিতে হয় তাহার সন্দেহ নাই।

ফল জমিদার গণের সম্ভবত জমিদারির অন্তোর পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। ভুমির উৎপাদিকা শক্তির উপর জমিদার গণের লভ্য। কিন্তু এদেশের ভুমির উৎপাদিকা শক্তি যে ক্রম হ্রাস হইতেছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। যখন আকবর ভারতবর্ষে বাদসা ছিলেন তখন তিনি ক্রমাগত ১৯ বৎসর পরীক্ষা করিয়া দেখেন কোন ভুমিতে কোন শস্য কত উৎপন্ন হয়। এবং আইন আকবরিতে লেখা আছে তখন প্রতি বিঘায় ১৫ মনের ও অধিক ধান্য জন্মিত। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গবর্নমেণ্ট শতাধিক পরীক্ষা দ্বারা দেখেন কোন দ্রব্য কি পরিমাণে জন্মে এবং ক্যাপটেনথকেট সাহেবের রাজস্ব সংক্রন্ত গ্রন্থে দেখা যায় যে গবর্নমেণ্টের পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হয় যে প্রতি বিঘায় সেখানে ১৪ মন করিয়া ধান্য উৎপন্ন হয় এবং বাঙ্গলা রেবিনিউ রিপোর্ট যাহাই বলুন এখানে প্রতি বিঘায় ৭ মনের অধিক ধান্য উৎপন্ন হয় না। পূর্ব্বে কৃষকেরা জমি ৪।৫ বৎসর পতিত রাখিয়া তাহা আবাদ করিত সুতরাং শস্য প্রচুর হইত কিন্তু এক্ষন দেশের জন সংখ্যা ও কৃষি কার্য্যের বৃদ্ধি দ্বারা ভুমি আর পতিত থাকে না সুতরাং ভুমির উৎপন্ন ক্রমে হ্রাস হইতেছে। ভুমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি করিলে জমিদার গণের লভ্য বৃদ্ধি হইবে কিন্তু যদি প্রজারা নিজ ব্যয়ে এটী করে তবে সে উৎপন্নের উপর ১০ আইনানুসারে জমিদারের দাবি চলিবে না। জমিদারেরা নিজ অর্থ ব্যয় করিয়া যদি উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করেন তবে যে লাভ হইবে সেটী যেরূপ সকলে বিবেচনা করেন বিনা ব্যয়ে ও অনায়াসে জমিদার গণ উপভোগ করিবেন না। উৎকর্ষের দ্বারা কৃষিজাত দ্রব্যের মুল্যের বৃদ্ধি হইলে জমিদারেরা তাহা কর্ত্তৃক কতক পরিমাণে উপকৃত হইবেন কিন্তু ইহাতে কৃষক দিগের যেরূপ লাভ জমিদার গণের বোধ হয় তত লাভ দাঁড়াইবে না। তাহাদের নিত্য ব্যবহারের নিমিত্ত সমুদয় জিনিস দুর্ম্মূল্যে ক্রয় করিতে হইবে।

সংবাদাবলি।

—গণ্ডক নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া তিরহুট চাম্পারাণে নীলের যে ক্ষতি হইয়াছে শুনা যাইতেছে, সকলে অনুমান করেন বস্তুত তত ক্ষতি হয় নাই।

—জর্জ্জ কাম্বেল সাহেব, ডি সি এল উপাধি প্রাপ্ত হইবেন।

—ঢাকাপ্রকাশে একটী ডাক্তার লিখিয়াছেন যে একটী বৃহৎ কায় "পোট্‌কা," মাছ খাইয়া এক ব্যক্তি সপরিবারে মরিয়াছে। এমন কি সে বাড়ীর বিন্দু

লটী, ও একটী কুক্কুট ও তাহার সাবক পর্য্যন্ত মাছের কাঁটা কুটী খাইয়া মরিয়া গিয়াছে। ভক্তাবটী জিজ্ঞাসু হইয়াছেন যে ইহার হেতু কেহ বলিতে পারেন কি না। প্রথমতঃ পোটকা মাছের নাম আমরা কখন শুনি নাই, ঐ মৎস্যের অন্য কি নাম তাহা দেওয়া উচিত ছিল। তাহা না হয় তিনি ডাক্তার তিনি বৈজ্ঞানিক নাম দিলে পারিতেন। অনেক কারণে আমাদের বোধ হইল যে পোটকা মাছকে এদেশে টাপা মাছ বলে। এই মাছে বায়ু অন্তকরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে উদর স্ফীত করে, কারয়া ঠিক গোলাকার হয়, ও সে অবস্থায় তাহারা চিৎ হইয়া বিচরণ করে। ইহাদের দন্ত অতি তীক্ষ্ণ ও ইহারা নানা জাতিতে বিভক্ত। সচরাচর যে সমুদয় টাপা মাছ দেখা যায় তাহারা অতিক্ষুদ্র কিন্তু কোন২ জাতি ওজনে প্রায় এক শের পর্য্যন্ত হয়। কোন২ জাতির গাত্রে কৃষ্ণ বর্ণ ফুট২ আছে ও কোন২ জাতির গায় সজারুর কাটর ন্যায় অতি ক্ষুদ্র২ কাঁটা আছে ও যখন তাহার উদর স্ফীত করে তখন কোন মৎস্য ইহাদিগকে আক্রমণ করিতে সাহস করে না। এই টাপা শ্রেণীর মধ্যে এক জাতি আছে (Plectognatha, *Sclerodermata*) তাহারা বৎসরের মধ্যে কোন কোন সময় বিষাক্ত হয়, কেহ বলেন যে তাহারা কি এক রূপ সামগ্রী আহার করে ও তাহাতেই ঐ রূপ হয়, কিন্তু কুবিয়ারের সেরূপ মত না॥ আমাদের সুন্দর বনে যে এক প্রকার বৃহৎকায় টাপা আছে তাহাকে বিষ টাপা বলে। সম্প্রতি কৃষক তাহারি একটা মারিয়া ভক্ষণ করে॥

—মান্দ্রাজের এক খানি সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, ২৮ জুন একটী নাচ হয় এবং সেখানে তামাসা দেখিতে এক জন এদেশীয় সম্ভ্রান্ত স্ত্রী ছদ্মবেশে উপস্থিত হন এবং সেখানে তিনি পরিচয় দেন যে, তিনি বেরেলির এক জন বণিক। তাহার মুখে শ্মশ্রু অভাব এবং হাতে উলকি থাকাতে অনেকের তাহাকে করিয়া সন্দেহ হওয়ায় পোলিসে সম্বাদ দেওয়া হয় এবং পোলিস তাহাকে লইয়া খানিক টানাটানি করে॥ স্ত্রীলোক দিগের এরূপ সাহসিকতা বোধ হয় প্রশংসনীয়॥

—বারানসীর মহারাজা সাধারণের উপকার নিমিত্ত দুইটী বৃহৎ ক্লক ঘোড়ী দান করিয়াছেন॥ ইহার একটি ডিউক অব এডিনবরার এবং অপরটি কুমার প্রভুনারায়ণ সিংহের বিবাহের সম্মানার্থে প্রদত্ত হইয়াছে॥

—এই বৎসরের শেষে ডাক্তার মাউট পদ পরিত্যাগ করিবার মনন করিতেছেন॥

—এবৎসর ২৪ জুলাই পর্য্যন্ত কলিকাতায় পোনে বাইশ ইঞ্চ জল পড়িয়াছে॥ গত ষোল বৎসর এসময় ০ ইঞ্চ জল পড়ে॥ এবার বর্ষা এদেশে অপেক্ষাকৃত ভারি কম কিন্তু ধানের আবাদ উত্তম হইতেছে॥ গত বৎসর ধান্য এসময়, এখানে ৩০ সের বিক্রয় হয় এবং এখন প্রায় ৩৩ সের করিয়া বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং দিন২ সস্তা হইতেছে। বালাম চাউলি গত বৎসর এখানে এগার শিকা মন বিক্রয় হয় এবার এক টাকা চোদ্দ আনা করিয়া বিক্রয় হইতেছে॥

—শুনা যাইতেছে আগামি অক্টোবর কেশব বাবু ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন॥

—সম্প্রতি এক জন গ্রন্থকার জ্যোতিষ সংক্রান্ত এক খানি পুস্তক প্রস্তুত করিয়া ডিউক অব আরগাইলের নিকট পাঠাইয়া দেন এবং তাহার সঙ্গে বলিয়া এক খানি আবেদন পাঠান "যে দিল্লির সম্রাটের অধীনস্থ কোন প্রজা কোন গ্রন্থ রচনা করিলে তিনি তাঁহাকে পুরস্কার দিতেন এবং এক্ষণ ডিউক দিল্লির সিংহাসনে আরূঢ় এবং তিনি প্রার্থনা করেন তাঁহার এ পুস্তক খানির নিমিত্ত তাঁহার উপর একটি বৃত্তি সংস্থাপিত হয়॥

—শুনা যাইতেছে ইউনাইটেট স্টেট এবার এত তুলার চাস হইয়াছে যে তাহাতে সম্ভবতঃ ৪০ লক্ষ গাইট তুলা জন্মাইবে॥ তাহা হইলে ভারতবর্ষের তুলার বাজার ভারি নরম হইবে।

—গোরার বাজার কলিকাতায় ভারি গরম হইয়া উঠিয়াছে ইউরোপের যুদ্ধ যদি নিষ্পত্তি না হয় তবে দিন দিন গোরার মূল্য বৃদ্ধি হইবে॥

—গত অকসফোর্ড সাম্বৎসরিক অধিবেশনে নিমোক্ত ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারিগণ এল এল ডি উপাধি পাইয়াছেন। ডিউক অব আরগাইল, যে অরম্যান মেরিবল মেঃ এ জ ক্যেম্বেল, সর উইলিয়াম মৈনোল্ফ॥

—সম্প্রতি এক জন লোফার আপনার নাম কাপটেন চার্লস সি, ই বলিয়া পরিচয় দিয়া ইংরেজের এক জনের নিকট হইতে ৮০০ টাকার অলঙ্কার লয় এবং সে যে হটেল ছিল তাহার দেনা পাওয়ান পরিশোধ না করিয়া পলায়ন করে॥ সে ধরা পড়িয়াছে এবং হাইকোর্টে তাহার বিচার হইবে॥

মিন্দিয়াতে আবার পালে পালে পতঙ্গ দেখা যাইতেছে॥ কৃষকেরা সাহস করিয়া বুনন করিতে পারিতেছে না॥ আবার দুর্ভিক্ষ পাছে হয় অনেকে এই রূপ শঙ্কা করিতেছেন॥

—এমটেনী ফ্রান্সিসকো নামক এক জন খৃষ্টান তাহার স্ত্রীকে গুটি কয়েক কুকড়া গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে বলে সে তাহা শুনে না॥ ইহাতে রাগান্বিত হইয়া তাহার পায় এরূপ আঘাত করে যে তাহার পা ভাঙ্গিয়া যায় তদপরে কক্ষে দক্ষিণ হস্তে মুষ্ট্যাঘাত করে এবং শেষে তাহাকে আস্তে সুস্তে খণ্ড২ করিয়া ছেদন করে এবং মস্তকে বাড়ী মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে॥ তাহার ফাঁশির হুকুম হইয়াছে॥

—ব্রহ্ম দেশের রাজা যখন সিংহাশনে আরূঢ় হন তখন ব্রাহ্মণ দিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা পণ্ডিত ও ক্ষমতা শালী তাহাকে তিনি ধর্ম্মের অধীশ্বর পদে নিযুক্ত করিয়া এক খানি সনন্দ প্রদান করেন॥ সনন্দ খানি একটি তালপত্রে উত্তমাক্ষরে লিখিত হয় ও তাহাতে রাজার মোহর অঙ্কিত থাকে॥ ইনি দেশের মধ্যে যে সমুদয় ধর্ম্ম যাজক আছেন সকলের কর্ত্তা হন এবং ধর্ম্ম সংক্রান্ত যত কর্ম্মচারি আছেন তাহার নিয়োগ বিয়োগের ভার তাহার উপর থাকে॥ রাজধানীর মধ্যে একটী সুরোমা দেব মন্দিরে তিনি অবস্থিতি করেন॥ ধর্ম্ম পরায়ণা রাজ্ঞীরা নিজ ব্যয়ে এই মন্দিরের শোভা সম্বর্দ্ধন করেন॥ রাজ দ্বারে দণ্ডিত কোন ব্যক্তিকে তিনি ইচ্ছা করিলে রক্ষা করিতে পারেন॥ এমন অনেক সময় হয় যে অপরাধিকে বধ করিতে বধ্য স্থানে লইয়া যাইতেছে ইহার মধ্যে ধর্ম্ম রাজের অধীনস্থ ধর্ম্ম যাজকেরা উপস্থিত হইয়া তাহাকে কাড়িয়া লইয়া পিত বসন দ্বারা আবরণ করিয়া দেব মন্দিরে উপস্থিত করে॥

—গোহাটি হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, "এখানে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছে। বায়ু অতিশয় স্নিগ্ধকর ও সুশীতল। ব্রহ্মপুত্র ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, এবং দেশ জলময় হইয়া পড়িয়াছে। বন্য খাদ্য পশু সকল জলে ভাসিয়া আমাদের গৃহের নিকট মাঝে২ উপস্থিত হয়। সে দিবস কয়েক ব্যক্তি নদীর ধারে চারিটা হরিণ মারিয়া ছিল। চাকর দিগের এবার বড় সুবৎসর। গত বৎসর অনেকে ক্ষতি গ্রস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু এবার তাহা সুদ সমেত পোসাইয়া লইবেন। লেঃ গবর্নর আসিবেন বলিয়া গোহাটিতে ধুম ধাম পড়িয়া গিয়াছে। পুষ্করণী সমুদায় পরিষ্কার হইতেছে, রাস্তা সংস্কৃত হইতেছে, জঙ্গল সমূলে উৎপাটিত হইতেছে, কোর্ট চুন কাম হইতেছে এবং গবর্ণমেন্ট কর্ম্মচারীগণ সুসজ্জীভূত হইয়া থাকিতেছেন। ইতি মধ্যে গোহাটি হাই স্কুলের পুরস্কার বিতরণ হইয়া গিয়াছে॥ কমিসনার কর্ণেল বিভান সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। জোয়াইন্ট ইন্স্পেক্টর কাশী কান্ত বাবু একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন।"

—কিছু দিন হইল, নিউজার্সির এক খানি জাহাজের জনেক আরোহী মন্দ এক কৌতুকাবহ বিপদে পড়িয়া ছিলেন না। ইহার নাম উলিয়াম স্মিথ। ইনি কখন বিবাহ করিয়া ছিলেন না এবং স্ত্রীলোক দেখিলে ভয়ে তাহার নিকট যাইতেন না, জাহাজের মধ্যে হঠাৎ এক জন স্ত্রীলোক আসিয়া তাহাকে স্বামী বলিয়া আহ্বান করে, সুতরাং তিনি একেবারে দিশাহারা ও বাক শূন্য হইয়া গেলেন॥ কিছু ক্ষণ পরে, তিনি কোন নিভৃত স্থানে পলায়ন করিলেন। ঘণ্টা দুই পরে বাহির হইয়া দেখেন যে স্ত্রীলোকটি দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহাকে দেখিবা মাত্র গালি দিতে২ তাহার উপর আক্রমণ করিল এবং বলিল যে যাহাতে তিনি তাহার গৃহীত স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া না যাইতে পারেন তাহার উপায় সে করিবে। স্মিথ অনেক কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই তাহাকে বুঝাইতে পারিলেন না যে তিনি তাহার স্বামী নন॥ অবশেষে পুলিশের হস্তে তাহার যাইতে হইল এবং পুলিশ মান্য বিচার পতির কাছে তাহাকে লইয়া গেল॥ স্ত্রীলোকটি বলিল আমার স্বামীর হস্তে দাগ আছে, কিন্তু স্মিথ দেখাইলেন যে তাহার হস্তে কোন দাগ নাই॥ স্ত্রীলোকটির কথানুসারে তাহার বিবাহ স্থানে স্মিথকে পাঠান হয়, সেখানকার লোকে কেহ তাহাকে চিনিতে পারিল না॥ স্মিথ অব্যাহতি পাইয়াছেন, কিন্তু স্ত্রীলোকটির মনে এখনও ধ্রুব বিশ্বাস যে তিনি তাহার স্বামী॥

—হাজরত গঞ্জে দুই জন ইংরেজে বিলক্ষণ হাতাহাতি হইয়া গিয়াছে॥ লক্ষ্ণৌ টাইমসে মেঃ ই মর্গানকে উল্লেখ করিয়া কয়েকটি পদ্য লেখা হয়॥ মর্গান সম্পাদকের নিকট লেখকের নাম চান, কিন্তু তিনি তাহা দিতে অস্বীকার করেন॥ প্রিন্টারকে বাধ্য করিয়া তিনি পাণ্ডু লেখা গুলি দেখেন এবং মেঃ পাওয়েলকে লেখক সাব্যস্ত করেন মেঃ পাওয়েলের পীঠে এই নিমিত্ত চাবুক পড়িয়াছে॥ তিনি বগী হাকাইয়া যাইতেছেন, এমন সময় মেঃ মর্গান তাহাকে আক্রমণ করিয়া বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম দিয়াছেন॥ পাওয়েল তত বলবান নন, সুতরাং তাহার প্রতিপক্ষ মনের সাধে তাহাকে প্রহার করিয়াছেন॥ প্রহারিত ব্যক্তি ফৌজদারিতে নালিশ করিয়াছেন।

বিবিধ।

সেস করের আদেশ আসিবা মাত্র গবর্ণমেন্ট দুইটী সভা করেন, একটী বাঙ্গলার প্রজাদের লইয়া একটী জমিদার গণকে লইয়া। তাহার কার্য্য বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

প্রজাদিগের প্রবেশ।

লর্ডমেও। এসো, এসো, তোমরা জান গবর্ণমেন্টের তোমাদের প্রতি ভারি অনুগ্রহ।

প্রজাগণ। (করযোড়ে) তাহা বিলক্ষণ জানি। ১৭৯৩ সালের ১ আইনে তাহা প্রকাশ।

মেও। তখন কার কথা ছেড়ে দাও, এখন দেখছ তো

গবর্ণমেণ্টের তোমাদের প্রতি ভারি টান॥

প্রজা! একি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ, না জমিদারি গুলির প্রতি লোভ?

মেও॥ দেখেছ দেখেছ এ সমুদায় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর জয়কৃষ্ণ মুখুর্য্যার কায, কেমন পড়াইয়া তৈয়ার করিয়াছে, দেখেছ। ভাল বাপু সকল হলো জমিদারি গুলির প্রতি লোভ, তাহা হইলেও ত তোমাদের লাভ, জমিদারেরা তোমাদের পরম শত্রু, তোমরা পরিশ্রমী করে, ফলোভোগী তাহারা হয়, তোমাদের পদতলে রাখিবার নিমিত্ত তাহাদের নিতান্ত ইচ্ছা, এরূপ শ্রেণ যত শীঘ্র লোপ হয় ততইত তোমাদের মঙ্গল। শুদ্ধ তাহাও নয় দেখ উচ্চতর শিক্ষার ব্যয় কেবল তোমাদের নিমিত্ত কর্ত্তন করিলাম, তোমাদের নিমিত্ত সসকর স্থাপন করিলাম, দেখ, চিরস্থায়ী বন্দবস্ত উঠে গেলে তোমাদের নিরিখ কমিয়া যাইবে। এখন তোমাদের বিঘা প্রতি যাহা দিতে হয় তাহার চতুর্থ অংশের এক অংশ দিলে হইবে, অতএব তোমরা যদি সকলে জুটিয়া এক খানি দরখাস্ত কর তবে আমরা তোমাদিগকে জমিদার গণের হাত হইতে মুক্ত করিয়া দিতে পারি॥

প্রজা। হুজুর যাহা বলিলেন তাহা অনেক আমাদের মনে ধরিল কিন্তু তবু জমিদারদিগের বিপক্ষতা আমরা করিতে পারি না॥ আমাদের দেশীয়গণ তাব তর প্রতি যদি কোন রূপ অত্যাচার হয়, তাহার যথোচিত রূপে নিরাকরণের নিমিত্ত এক শ্রেণি স্বাধীন নাঢ্য লোকের প্রয়োজন। আর যত দিন রাজস্ব [illegible]য়ের ভার আমাদের ও আমাদের অন্যান্য দেশীয়ের প্রতি না বর্ত্তে, তত দিবস জমিদারি গুলির নষ্টের চেষ্টাও করিতে পারিনা। সত্য আমাদের শোণিতে জমিদারগণ পোষিত হন, কিন্তু তবু তাহারা আমাদের দেশীয়, জমিদারি গুলি ভঙ্গ হইলে জমিদারগণই দরিদ্র হইবেন, জমিদারি হইতে যে আয় হইবে তাহা তখন কে খাইবে তাহা আমরা জানিনা।

(প্রজাগণের প্রস্থান)

লডমেও॥ (অপ্রতিভ ভাবে চ্যাপমান সাহেবের দিকে তাকাইয়া) কই কিছু হইল তনা (জমিদারগণের প্রবেশ) এস, এস, বসো॥ (জমিদার গণ বসিতে উদ্যত)

১ নং জমিদার। (২ নং জমিদারের প্রতি) ভাই, বসা হবে না।

২ নং। কেন?

১ নং। কি জানি ভাই, আমার সন্দেহ হয়।

২ নং। সন্দেহ কি?

১ নং। বসিলে ত চিরস্থায়ী বন্দবস্তের কোন সর্ত্ত ভঙ্গ হইবে না?

২ নং। না তা হবেনা (সকলের উপবেশন।)

লড মেও। আমি আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সর্ত্ত অনুযায়ী—

৩ নং। হুজুর ১৭৯৩ সালের ১ আইন এই আনিয়াছি এক বার পাঠ করিয়া দেখুন যে—

১ নং। হুজুর ৭ ধারার ওরূপ মানে না, যাঁহারা ওরূপ মানে করেন তাঁহারা আমাদের পরম শত্রু তাহাদের কথা—

৪ নং। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের ভিত্তি ভূমিই ধর্ম্ম, যদি তাঁহাদের কথার উপর বিশ্বাস—

২ নং। ও কথা কিছু নয়, ১ নং ভাই তুমি একটা বক্তৃতা কর॥ (সকলে) মন্দ নয়, তাইাই হউক।

১। (দণ্ডায়মান হইয়া) লড মেও আর জেন্টলমেন! আপনারা একবার ইতিবৃত্তের পাত উল্টাইয়া দেখিবেন — ইতিবৃত্ত কি পুরাতন কি আধুনিক— চিরস্থায়ী বন্দব স্তর ন্যায় চিরস্থায়ী বন্দবস্ত আর কখন কোন কালে হয় নাই॥ এই চিরস্থায়ী বন্দবস্তটী চিরস্থায়ী, ইহা মিয়াদি নয়, চিরস্থায়ী, অর্থাৎ চিরকাল স্থায়ী, আর এই বন্দবস্তটী একটী বন্দবস্ত, এ সুধ কথা বার্ত্তা নয় কিন্তু একটী প্রকৃত বন্দবস্ত (জমিদার গণ কর্ত্তৃক সাধুবাদ।) অতএব এই চিরস্থায়ী—

লর্ড মেও॥ মহাশয়রা, আমি কি জন্যে আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছি অগ্রে শুনুন, পরে যাহা বলিতে হয় বলিবেন। এখন॥ সম্প্রতি ষ্টেট সক্রেটেরি এ দেশে সেস কর বসাইবার আদেশ করিয়াছেন সুতরাং—

সকলে॥ ঐ ত তাই॥

২ নং॥ ১৭৯৩ সালের ১ আইনেস্পষ্ট—

৩ নং॥ ৭ ধারার ওরূপ মানে—

৪ নং। বিশ্বাস যদি না থাকিল—

১ ন॥ (আবার দণ্ডায়মান হইয়া) ইতিবৃত্তের পাত উলটাইয়া দেখুন—

লড মেও॥ অগ্রে শেষ পর্য্যন্ত শুনুন॥ ষ্টেট সেক্রেটেরি লিখিয়াছেন যে এই কর চিরস্থায়ী বন্দবস্ত সত্বে শুদ্ধ জমিদার গণের নিকট লওয়া অন্যায়, ইহা জমিদার প্রজা উভয়ের দিতে হইবে॥ (সকলের সাধুবাদ) ইহাই অবগত করিবার নিমিত্ত আপনা দিগকে ডাকাইয়াছি॥

সকলে॥ জমিদার গণের জয়! একা আমাদের যদি ট্যাকস না দিতে হয় তবে আমাদের কর দিতে আপত্তি কি? প্রজারাও ত দিবে? অদ্য জমিদার গণের প্রকৃত উৎসবের দিবস॥ (যবনিকা পতন)

সীতাদেবী বলিলেন হনুমান প্রতি।
কেন বাছা ক্ষোভ কর হনু মহামতি॥
পুড়েছে তোমার মুখ, আমার বরেতে।
সকলের হইবে ও রূপ দেখিবে সাক্ষাতে॥

মহাশয়।

কর্ত্তৃপক্ষেরা গুয়াতলী গ্রামের জলাশয়ের অবস্থা ও জঙ্গল তদন্তের নিমিত্ত মহিষপুর পুলিষের প্রতি ভার দিয়াছেন, এবং গত কল্য এক জন হেড কনষ্টেবল অত্র স্থানে পহুছিয়া তদন্ত করিয়া গিয়াছেন॥ এই গ্রামের জঙ্গল এবম্প্রকার যে, হিংসুক জন্তু নির্ভয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারাও অসম্ভব নহে যে সকল চলিত রাস্তা, ও অপরিসর পথ আছে তাহাতে লোকে ছাতা লইয়া গমনাগমন করিতে হইলে কষ্ট বোধ করে, আর অধিক কি লিখিব স্থানে২ লুকাইয়া থাকিলে সূর্য্য দেবের আলোক দৃষ্ট হয় না। জলাশয় এই গ্রামে ছোট বড় নয়টী পুষ্করিণী আছে। এবং প্রায়ই এক হাত হইতে দুই হাত পরিমাণ জলের অধিক কোনটীতে দেখা যায় না; ও নীল মন্থনের পরিত্যক্ত জলের বর্ণের ন্যায় জলের বর্ণ হইয়াছে॥ এতদ্ব্যতিরেকে মৎস্যের ডিম্বের ন্যায় এক প্রকার পদার্থ জন্মিয়াছে এবং উক্ত জল গ্রামবাসী লোকের ব্যবহার হয়, গ্রামবাসী লোকের অবস্থা পাঠক মহাশয় দিগেকে আর অধিক পরিচয় দেওয়া বাহুল্য সম্প্রতি জেলার মাজিষ্টার সাহেবের নিকট এক জন গ্রামবাসী দরখাস্ত করায়, উপরোক্ত মত তদন্ত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে কর্ত্তৃপক্ষের তদন্ত বাগাড়ম্বর না হয়।

পরোপকারী, নড়াইলের স্বর্গীয় জমিদার কালী শঙ্কর রায়ের দত্তা গুয়াতলি গ্রামে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে, ইহাতে এই ক্ষণ ২ হাত পরিমাণ প্রায় সবুজ বর্ণের ন্যায় জল আছে॥ গ্রামের অন্য পুষ্করিণীতে ইহাপেক্ষা অধিক জল থাকায় এই গ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তীয় ২। ৪ খানা গ্রামের লোকের ব্যবহার হইয়া থাকে। সম্পাদক মহাশয়! বর্ত্তমান নড়ালের জমিদার শ্রীযুত বাবু চন্দ্র কুমার রায়, বাবু রাধা রচণ রায়, বাবু কালী প্রসন্ন রায়, ও বাবু কালী দাস রায় মহাশয় গণ প্রত্যেকে ২। ৩ টী করিয়া পুষ্করিণী খনন করিয়া দিতে পারেন তবে সাজায় বলিয়াই হউক অথবা গ্রাম্য লোকের দুভাগ্য বশতই হউক তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষের দত্তা গুয়াতলী গ্রামের পুষ্করিণী উপরোক্ত রূপ অবস্থাপন্ন হইয়া রহিয়াছে। একারণ সবিনয়ে তাঁহাদিগের সমীপে নিবেদন দুভাগ্য গ্রাম্য বাসীয় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বর্গের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া যদি সদয় নেত্রে দৃষ্টিপাত করেন তাহা হইলে গ্রামবাসীগণ দুর্ব্বিসহ জল কষ্ট হইতে নিস্তার পাইতে পারেন।

একান্তবশম্বদ
শ্রীলোক নাথ মিত্র
গুয়াতলী।

মহাশয়।

জিলা ময়মন সিংহের সদর মুনশেফ বাবু ভগবান চন্দ্র সেনের বিরুদ্ধে চন্দ্র নাথ দত্ত নামক জনৈক মোক্তার ৬০০ টাকা পরিমাণে একটী ডেমেজের মোকদ্দমা উপস্থিত করেন যে, উক্ত বাবু প্রকাশ্য কাচারিতে অবৈধ রাগ প্রকাশ ও ঈর্ষা পূর্ব্বক তাহাকে (মোক্তারকে) অপমানিত করার অভিপ্রায়ে টুলকে টিকটিকি ব্যাখ্যা করতঃ আদালতের সাধারণ নিয়মের বিপরীতে ঐ টুলে দণ্ডায়মান হইয়া জবানবন্দী দেওয়ার অনুজ্ঞা করাতে তাঁহার আন্তরিক যাতনা ও ক্লেশ হইয়াছে! উক্ত মোকদ্দমার আরজী প্রথমতঃ বিবাদী মুনশেফ বাবুর নিকট দাখিল হইয়া তাঁহার ত্রস্ত মেজাজ মতে শ্রীলশ্রীযুক্ত জজ সাহেব বাহাদুর উক্ত মোকদ্দমা বিচারার্থে অতিরিক্ত সুবর্ডিনেট জজ বাবু গোপী কৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অর্পণ করিয়াছেন। বিবাদী মুনশেফ বাবু উক্ত মোকদ্দমা পক্ষপলক্ষে হওয়া বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট পক্ষে খরচ বরদারী করার নিমিত্ত প্রার্থিত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার ঐ প্রার্থনা গ্রাহ্য না হওয়ায় নিজ হইতেই মোকদ্দমা চালানে প্রবর্ত্ত হইয়া বাদীকে টিকটীকিতে দাঁড়াইয়া জবানবন্দী দেওয়ার আদেশ করিয়াছেন কি না তদ্বিষয় "হাঁ না" কিছু না বলিয়া বিবাদী মুনশেফ বাবু বিচার কার্য্যে লিপ্ত থাকা সময় তাঁহার এক আমলাকে বাদী অপমানিত করাতে আদালত অবজ্ঞার দোষী হইয়া বাদী তৎকালে চলিয়া যায়। তৎপর বাদীকে ডাকাইয়া আনিয়া সরল অন্তঃকরণে বাদীর জওয়াব লওয়ার আদেশ করিয়াছিলেন ইত্যাদি বিবরণে বর্ণনা দাখিল করিয়াছেন। বিগত ১৭ জুন হইতে সাক্ষীর জবানবন্দী আরম্ভ হইয়া, ২২ জুন পর্য্যন্ত বাদীর পক্ষে বিবাদী মুনশেফ বাবুর আদালতের উকীল ও সেরেস্তাদার ও মোক্তার ও অন্যান্য অনুন ২৫ জনের জবানবন্দী হইয়াছে। ঐ ২২ জুন হইতে বিবাদী পক্ষে সাক্ষীর জবানবন্দী আরম্ভ হইয়াছে। দেখা যাউক তার পর কি হয়!

এইটী নূতন রকমের মোকদ্দমা অত্র জিলাতে এই রূপ মোকদ্দমা আর কখন উপস্থিত হওয়া শুনা যায় না। অত্র মোকদ্দমার সাক্ষীর জবানবন্দী আরম্ভ হওয়া অবধি অতিরিক্ত সুবরডিনেট বাবুর এজলাসে আর লোক ধরে না। উভয় পক্ষের উকীলগণ সাক্ষীর প্রতি এত ক্রস করেন যে, ১১ ঘটিকা হইতে সাক্ষীর জবানবন্দী আরম্ভ হইয়া অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত ৩। ৪ জন সাক্ষীর অধিক জবানবন্দী হয় না। যদি প্রকৃত পক্ষে মুনশেফ বাবু বাদীর প্রতি অন্যায় ব্যবহারই করিয়া থাকেন তত্রাচ বাদী মোক্তার হইয়া এক জন বিচারকের বিরুদ্ধে এই অভিযোগটী উপস্থিত করা উচিত ছিল না, সহ্য করিলে

অনায়াসেই সহ্য করিতে পারিতেন। এবং এই রূপ কেন ইহা হইতে অধিক কেহ২ সহ্য করিয়াথাকে। এই মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া ভাল কায করিয়াছেন কি না তিনিই তাহার ফল ভোগ করিতেছেন। প্রথমতঃ একটীও উকীল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন না। এবিষয় জজ আদালতে ও হাইকোট পর্য্যন্ত প্রার্থনা করিতে হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ভূতপুর্ব্ব কালেক্টর সাহেব মোকদ্দমা রফা করার অনুরোধ করেন। বাদী আরজীর ষ্টাম্প না পাইয়া রফা করায় অসম্মত হওয়াতে তাহা হয় নাই। উপরিতকে বাদী কালেক্টরিতে মোক্তারি করার নিষেধিত হইয়াছেন অধিক কি নিজের খাজানা দাখিল করিতে, ও প্রাপ্য টাকা লইতে নিবারিত হইলেন। মোক্তার বাবুর সৌভাগ্য ক্রমে বিবাদী পক্ষীয় আলাপ প্রসঙ্গের গতিকে কয়েক জন উকীল পাইয়াছেন।

মুনশেফ বাবু দ্বিতীয় শ্রেণীর এক জন বিচক্ষণ মুনশেফ এ মোকদ্দমাটী নিয়া বাড়াবাড়ী করা তাঁহার পক্ষে ভাল হয় নাই। আপোষে মিটানই উচিত ছিল। বোধ করি তিনি প্রকৃত চেষ্টা করিলে অবশ্যই তাহা পারিতেন তিনি এক জন বিচারক এই মোকদ্দমাটী উপস্থিত হওয়াবধি আর নাহউক অবশ্যই মানসিক ক্লেশ হইয়াছে। এবং সাক্ষীর জবানবন্দী আরম্ভ হওয়াবধি তিনি পক্ষভুক্ত হইয়া এজলাসে উপস্থিত থাকিয়া মোকদ্দমার যোগাড় করিতে হইয়াছে ইহা সামান্য পরিতাপের ও ক্লেশের বিষয় নহে তিনি হাকীম মোকদ্দমা কারিগন তাঁহার নিকট উপস্থিত হয় বিনা, তিনি কোন পক্ষাপক্ষ হইয়া কোন হাকীম নিকট উপস্থিত হন নাই। বাদী বিবাদী হইয়া মোকদ্দমা চালান কেমন সুখের বিষয় তাহাও ভোগ করেন নাই। এই মোকদ্দমা উপলক্ষে তাহা ঘটিয়াছে।

এ মোকদ্দমা উপলক্ষে একটী কৌতুকাবহ ঘটনা হইয়া গিয়াছে এরূপ জন শ্রুতি হইল যে, বিবাদী মুনশেফ বাবু তাঁহার পক্ষ সমর্থন জন্য মহামান্য হাইকোর্টের বিজ্ঞ বর উকীল বাবু কালী মোহন দাষকে আনাইয়াছেন এবং এক দিবস প্রকাশ্য কাছারিতে মুনশেফ বাবু, অতিরিক্ত জজ বাবুর নিকটও কালী মোহন বাবু আইসার প্রসঙ্গ কহিয়াছিলেন শেষ জানা গেল যে, কালী মোহন সরকার নামক জনৈক স্বর্ণ বণিক এখান আসিয়াছে। তদোপলক্ষেই এই কথাটী রটনা হইয়াছে।

এ মোকদ্দমার বিচারক, অতিরিক্ত সুবরডিনেট জজ বাবু অতি সুবিচারক ও নিরপেক্ষ তাঁহা দ্বারা অবশ্যই উত্তম বিচার হইবে। "ফলেন পরিচীয়তে";

পত্র প্রেরকের প্রতি।

—শ্রীপুলিন বেহারি মিত্র, ত্রিলোচনপুর—আপনার পত্র প্রকাশ করিলে আপনার কিছু মাত্র লাভ হইবে না, কেবল আমাদের ক্ষতি। যে পত্রিকায় এই সমুদায় ক্ষুদ্র বিষয় প্রকাশিত হয়—আপনার নিকট খুপ গুরুতর হইতে পারে কিন্তু সাধারণের নিকট অতি ক্ষুদ্র—সে পত্রিকার কিছু মাত্র সম্ভ্রম থাকে না। যদি হরি চরণ বাবু গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী হইতেন সে আর এক কথা, অতএব এরূপ পত্র কেবল বিজ্ঞাপিত হইতে পারে।

—শ্রীদুর্গানন্দ দাস বরিসাল—আপনার সমুদায় ভাবৎ কার্য্য বিবরণ প্রকাশ করিতে হইলে পত্রিকায় কিছু মাত্র স্থান থাকে না॥

—হ. ক, য—কেশব বাবু সম্বন্ধে বিস্তর হইয়াছে আর কাজ নাই॥

—অনুরোধ—লিখিব বাসনা আছে, বাঙ্গালায় কি ইংরাজিতে এখন বলিতে পারি না।

—হর কুমার বসু—আপনার পত্র খানা ছাপিতে অমৃত বাজার পত্রিকার অর্দ্ধেক পুরিয়া যাইবে॥ পত্র খানা পড়িবার সাবকাশও আমাদের নাই॥

বিজ্ঞপন।

জমিদার কি প্রজা, মহাজন কি খাতক ক্রেতা কি বিক্রেতা প্রভৃতি বিষয়ী লোক দলিল লিখিবার ত্রুটিতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন অতএব লেখ্য সম্পাদন বিষয়ক নিয়ম গুলি একত্র প্রকাশিত হইলে সাধারণের সুবিধা ও ক্ষতি নিবারণের সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া এই পুস্তকখানি সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহাতে রেজেষ্টরি ফীসের তালিকা এবং ১৮৬৯ শালের সাধারণ ষ্ট্যাম্প বিধির তফশীলও সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য একটাকা মাত্র। কলিকাতা, শীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, ৮৩ নম্বর ভবনে, অমৃত বাজার পত্রিকা কার্য্যালয় এবং যশোহরের মুক্তিয়ার বাবু চন্দ্রনারায়ণ ঘোষের নিকট প্রাপ্তব্য।

সাহিত্য-সংগ্রহ।

হরিবংশ।

৪ পেজী আকারে অর্থাৎ শ্রীযুক্তবাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের ভারত মুদ্রাঙ্কণ নিয়মানুসারে উক্ত মহোদয়ের সহকারী অনুবাদক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত হইয়া আমাদিগের যন্ত্রে মুদ্রিতারম্ভ হইয়াছে। যিনি উহা গ্রহণ করিতে অভিলাষ করেন, তিনি ত্বরায় আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

প্রতি মাসে দশ অথবা দ্বাদশ ফর্ম্মায় একএক খণ্ড প্রচারিত হইবে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য স্বাক্ষরকারী গ্রাহকগণের প্রতি।০ আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বিদেশীয় গ্রাহকের ডাক মাসুল দিতে হইবেক।

কলিকাতা পাতুরিয়া-ঘাটা ষ্ট্রীট ৪৭ সংখ্যক ভবন,-সাহিত্য যন্ত্র। ২০ই আষাঢ়। সম্বৎ ১৯২৭। } শ্রীগোপাল চন্দ্র রায় ম্যানেজর

বিজ্ঞাপন

সর্পাঘাত।

অর্থাৎ।

মালবৈদ্য দিগের মতে সর্প দংশন চিকিৎসা॥ উক্ত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে॥ বিক্রয়ার্থ এখানে আছে॥ স্বাক্ষরকারীর প্রতি মূল্য।০ আনা॥ ডাক মাশুল এক আনা॥ গ্রহণাকাঙ্ক্ষী মহাশয়েরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী নিকট লিখিলে উক্ত পুস্তক পাইতে পারিবেন॥

শ্রীচন্দ্র নাথ কর্ম্মকার

অমৃত বাজার নেটিব ডাক্তার॥

ডি, এন মিত্র এবং কোম্পানি॥ ফটোগ্রাফার এনগ্রেবার॥ ৩৮ নং বাটি পটটোলা পটল ডাঙ্গা কলিকাতা॥ অতি অল্প মুল্যে এবং পরিপাটী রূপে ফটগ্রাফ ও এনগ্রেবিং করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন॥

সঙ্গীত শাস্ত্র। প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে॥ উহার দ্বারা নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরূপদেশ ভিন্ন অভ্যস্ত হইতে পারিবেক॥ উক্ত পুস্তক কলিকাতাস্থ সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে, কলিকাত্তা কলেজ ষ্ট্রীট বানাজি শুব্রদারে লাইব্রেরিতে, এবং নিম্ন স্বাক্ষরকারী নিকট তত্ত্ব করিলে গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা পাইতে পারিবেন॥ মূল্য ॥০ আনা, ডাকমাশুল একআনা কেহ নগদ ২৫ টাকা বা ততোধিক মুল্যের পুস্তক লইলে শত করা ১২ টাকা এবং ৫০ টাকা বা ততাধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা পাইবেন॥

নীল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

যশোহর অমৃত বাজার

আমরা আবার বলি, এই পত্রিকার মূল্যের বাবদ বরাৎ চিঠি মনি অর্ডর প্রভৃতি যাঁহারা পাঠাইবেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত মতি লাল ঘোষের নামে পাঠাইবেন।

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেন্ট॥

বাবু কেদার নাথ ঘোষ উকীল

যশোহর

বাবু তারাপদ বন্দোপাধ্যায় বি, এ বি, এল

কৃষ্ণ নগর

বাবু হরলাল রায় বি, এ টিচার হেয়ারস্কূল

কলিকাতা

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়া

কাশীপুর

বাবু দুর্গামোহন দাস, উকীল

বরিশাল

বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া

যখন গ্রাহকগণ অমৃত বাজার বরাবর মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টার করিয়াপাঠান

যাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত এক আনার অধিক মূল্যের টিকিট না পাঠান!

ব্যারিং কি ইন্‌সাফিসিয়াণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করি না।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম

অগ্রিম।

বার্ষিক	৫ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা
ষাণ্মাসিক	৩	১।০
ত্রৈমাসিক	২	৸০
প্রত্যেক সংখ্যা	৩	/

বিনা অগ্রিম।

বার্ষিক	৭ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা
ষাণ্মাসিক	৪৸০	১।০
ত্রৈমাসিক	৩	৸০

এই পত্রিকার বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার	৵
চতুর্থ ও ততোধিকবার	/

☞ এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিণী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীকৈলাস চন্দ্র রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়॥